পলিসি/নীতিমালার শিরনামঃ	**পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতিমালা (Promotion Policy)**
পলিসি/নীতিমালার সূত্র নংঃ	**০৭**
পলিসি তৈরীর তারিখঃ	**০১ জুলাই ২০১৪**
পুনঃপরীক্ষন/পরিবর্তনের তারিখঃ	**০১ জুলাই ২০১৫**
পলিসি কার্যকর করার দায়িত্বশীল ব্যক্তি	**এজিএম-(প্রশাসন), ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স), ব্যবস্থাপক (এইচআর) এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগন।**

১. সূচনা (Introduction) ঃ বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প একটি রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান। বিশ্ব বাজারে এর পরিচিতি সুবিদিত। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এ যুগে তাই গুরুত্বপূর্ণ এ শিল্প কারখানায় যাতে মানবাধিকারের কোন লংঘন না হয় সেদিকে ----------লিঃ সর্বদা সচেষ্ট। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের সাথে তাই ----------লিঃ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমতার ভিত্তিতে কাজের ও মজুরীর ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়নে ----------লিঃ কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

২. এই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ ----------লিঃ এ একটি বৈষম্যহীন বাস্তব সম্মত " পদোন্নতি নীতিমালা " প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির আলোকে পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলঃ

ক. ----------লিঃ কারখানায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, কালো/সুন্দর, যুবক/বৃদ্ধ, নারী/পুরুষ, আত্মীয়/অনাত্মীয় ভেদাভেদ না করে যোগ্যতার ভিত্তিতে সকলকে পদোন্নতি দিয়ে থাকে।

খ. মহিলা শ্রমিক নিয়োগের সময় মাতৃত্বকালীন বিষয়ক প্রশ্ন না করা এবং মাতৃত্বকালীন অবস্থায় নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ না করা।

গ. সকল শ্রমিককে তাদের নিজ নিজ বর্ণ বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম পালনে বাধা না দেয়া।

ঘ. রাজনৈতিক বিশ্বাস বা সামাজিক অবস্থানের কারণে বৈষম্য না করা।

ঙ. ব্যক্তিগত সম্পর্ককে যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা না করা।

বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। একই ভাবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশনেও এই নীতিমালাকে সমুন্নত রাখা হয়েছে। এ অঙ্গীকার ও নীতিমালা মোতাবেক ----------লিঃ তাই "বৈষম্যহীনতার নীতিমালা" প্রণয়ন ও উহা সঠিক ভাবে অনুসরণ করে।

ক. ----------লিঃ এ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমতার ভিত্তিতে নিয়োগ দানঃ

----------লিঃ সমতার ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে। এখানে কোনরূপ বৈষম্যই স্থান পায় না। বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ----------লিঃ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সার্বক্ষণিক তার জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ ব্যাপারে দেশের প্রচলিত আইন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন পরিপালনে ----------লিঃ কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

খ. ----------লিঃ এ কালো/সুন্দর, যুবক/বৃদ্ধ, নারী/পুরুষ ভেদাভেদ না করে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করাঃ

----------লিঃ শ্রমিক নিয়োগ করে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে। শ্রমিকটি নারী বা পুরুষ এ বিষয়টি কখনও বিবেচনায় আনা হয় না। অথবা শ্রমিক কালো বা সুন্দর, যুবক বা বৃদ্ধ এর কোনটিই বিবেচনা করা হয় না। যোগ্যতাই শ্রমিকের একমাত্র পরিচয়।

অঙ্গীকার (Commitment) ঃ আমাদের অঙ্গীকার হল শেণনী বৈষম্যহীন যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীবাহিনী গঠন ও তাদের সাহায্যে একটি সুন্দরতম পরিবেশের সৃষ্টি ও মান সম্পন্ন পোষাক তৈরী যা বহিঃবিশ্বে দেশের জন্য সুনাম ও অর্থ দুই'ই বয়ে আনবে।

গ. ----------লিঃ এ শ্রমিকের যোগ্যতার ভিত্তিতে মজুরী দানের ব্যবস্থা করাঃ

নারী শ্রমিক দূর্বল, পুরুষ শ্রমিক সবল এরূপ কোন ধারনায় ----------লিঃ বিশ্বাস করে না। শ্রমিকের পরিচয় সে মানুষ এবং তার কাজের মাধ্যমে সে একজন দক্ষ শ্রমিক। শ্রমিকের এ দক্ষতার মাধ্যমেই তার যোগ্যতা। আর যোগ্যতাই এখানে বিবেচনার একমাত্র মাপকাঠি।

Commitment ঃ "বিশ্বে যা কিছু চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর" এ বাণীকে ----------লিঃ কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং এ ব্যাপারে বৈষম্যহীন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ঘ. মহিলা শ্রমিক নিয়োগের সময় মাতৃত্বকালীন বিষয়ক প্রশ্ন না করা এবং মার্তৃত্বকালীন অবস্থায় নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ না করাঃ

নারীকে তার যোগ্য মর্যাদা প্রদান এবং প্রাকৃতিক নিয়মে নারীর মা হওয়াকে অত্র ----------লিঃ স্বাভাবিকই মনে করে। তাই নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীর মা হওয়া বা মাতৃত্বকালীন অবস্থা বিষয়ে কোনরূপ প্রশ্ন করা অবাস্তব মনে করে। মাতৃত্ব অবস্থায় তাই কোন শ্রমিকই নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় না।

Commitment ঃ নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদানে ----------লিঃ দৃঢ় ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ----------লিঃ একটি অনন্যসাধারণ শিল্প পরিবার, যেখানে বর্ণ-বৈষম্যকে জঘন্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ঙ. সকল শ্রমিককে তাদের নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম পালনে বাধা না দেয়াঃ

ধর্ম প্রতিটি মানুষের একান্ত নিজস্ব অনুভুতি বা বিশ্বাসের ব্যপার। এখানে জোর খাটানোর কোন অবকাশ নাই। প্রতিটি শ্রমিকই তার নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম কর্ম পালন করবে। এতে বাধা দেওয়ার বা অনুরূপ কিছু করা আইনের চোখেও দন্ডনীয় অপরাধ।

Commitment ঃ ----------লিঃ তার সকল শ্রমিককে তাদের নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে নিজ ধর্ম পালনে উৎসাহিত করে। প্রতিটি ধর্ম বিশ্বাসের শ্রমিকদের তাই তার ধর্ম পালনের সুবিধার জন্য ছুটিসহ সব রকম সহযোগিতা করে। এটা আমাদের অঙ্গীকার।

চ. রাজনৈতিক বিশ্বাস বা সামাজিক অবস্থানের কারনে বৈষম্য না করাঃ

ধনী-দরিদ্র, বড়-ছোট এ ধরণের কোন বৈষম্যমূলক নীতিমালা ----------লিঃ অনুসরণ করে না। রাজনৈতিক বিশ্বাস বা ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের বিষয়টি কখনই বিবেচ্য বিষয় হয় না। এখানে সকলকে সমতার ভিত্তিতে নিয়োগ, পদোন্নতি বা অন্যান্য সব ব্যবস্থা করা হয়।

Commitment ঃ শ্রেনী বৈষম্যহীন শ্রম পরিবেশ গড়ে তোলা আমাদের অঙ্গীকার।

ছ. ব্যক্তিগত সম্পর্ককে যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা না করাঃ

শ্রমিককে তার যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতিসহ সব রকম সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনই যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হয়না বরং এটা দন্ডনীয় হিসাবে নিন্দনীয়।

Commitment ঃ যোগ্যতা, সময়ানুবর্তিতা, নিষ্ঠা এবং একাগ্রতাই ----------লিঃ এর বিবেচ্য বিষয়। বাহিরের ব্যক্তিগত সম্পর্কটি বিবেচনার বাহিরেই থাকে। কেননা বৈষম্যহীন শ্রম পরিবেশ গড়ে তোলাই ----------লিঃ এর অঙ্গীকার।

৩। উপসংহারঃ বৈষম্য একটি সামাজিক ব্যাধি। এ ব্যাধিকে আমাদের সমাজ থেকে সমূলে তুলে ফেলতে হবে। তাই বৈষম্যহীন শ্রম পরিবেশ গঠনে ----------লিঃ তার নিরন্তর প্রচেষ্টা সর্বক্ষণ বহমান রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।